ফর্ম নং. জে (২)

**কলকাতা উচ্চ আদালত**

**সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র**

**আপীল বিভাগ**

**উপস্থিতঃ**

**মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী**

**২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৯০১৭**

**মেসার্স বজ বজ কোম্পানি লিমিটেড**

**বনাম**

**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা**

**সহ**

**২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২৩২০৭**

| | | |
|---|---|---|
| আবেদনকারীর পক্ষে | : | শ্রী সপ্তাংশু বসু, বরিষ্ঠ অ্যাডভোকেট<br>শ্রী বলাই চন্দ্র পল<br>শ্রী দেবাংশু গড়াই |
| রাজ্যের জন্য | : | শ্রীমতী নোয়েল ব্যানার্জি<br>শ্রীমতী কল্পিতা পল |
| উত্তরদাতার জন্য নং ৪ | : | শ্রী রননীশ গুহ ঠাকুরতা<br>শ্রীমতী সেনজুতি সেনগুপ্ত<br>শ্রীমতি ডোনা ঘোষ<br>শ্রীমতি দীপা রায় |
| শুনানি | : | ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে। |
| **রায়** | **:** | **১১ ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে** |

**বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী:-**

১. বর্তমান রিট পিটিশনটি অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে ১৯৭২ সালের গ্র্যাচুইটি পেমেন্ট আইন (এরপরে "উল্লিখিত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে দাখিল করা হয়েছে।

২. আবেদনকারীর যুক্তি হলো, বিবাদী নং ৪ তার কর্মচারী ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে, উক্ত কর্মচারীর অবসর গ্রহণের পর, আবেদনকারী তার দাবির সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য গ্র্যাচুইটির জন্য ৬৫,৭৫০/- টাকা ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বিতরণ করেছিলেন। উপরোক্ত পরিমাণ প্রাপ্তি সত্ত্বেও, বিবাদী নং ৪ আবেদনকারীর সামনে ফর্ম 'I'-তে আবেদন করেছিলেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, গ্র্যাচুইটির জন্য অতিরিক্ত পরিমাণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

৩. ৭ই অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে লিখিতভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে, আবেদনকারী সন্তুষ্টির সাথে এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে বিবাদী নং ৪, তার দাবির সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে গ্র্যাচুইটি গ্রহণ এবং গ্রহণ করার পরে, আর কোনও দাবি করার অধিকারী নন।

৪. তবে বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি। বিবাদী নং ৪, ১৫ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে ফর্ম 'N'-এ একটি আবেদন দাখিল করে নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে তাকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি নির্ধারণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। বিতর্কিত শুনানির পর, ২৮শে এপ্রিল, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিবাদী নং ৪-এর অনুকূলে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি নির্ধারণ করে, জোড় তারিখের ফর্ম 'R'-এ একটি নোটিশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে সুদ সহ ৪২,৮৮১/- টাকা বাকি অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয় এবং গ্র্যাচুইটি বিলম্বিত হওয়ার কারণে অতিরিক্ত সুদ প্রদানের নির্দেশ দেয়।

৫. সংক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আইনগত আপিল করেছিলেন। বিবাদী নং ৪, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের পরিমাণকে চ্যালেঞ্জ করে একটি আপিলও দায়ের করেছিলেন।

৬. আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে দুটি পৃথক আদেশের মাধ্যমে উপরোক্ত উভয় আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

৭. আবেদনকারীর দায়ের করা আপিলের সাথে সম্পর্কিত আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে, বর্তমান রিট পিটিশন, যা ২০২৩ সালের WPA 19017, দায়ের করা হয়েছে।

৮. তবে, আবেদনকারী স্বাধীনভাবে বিবাদী নং ৪ দ্বারা দায়ের করা আপিলের মাধ্যমে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যা ২০২৩ সালের WPA 23207 হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছে।

৯. উপরোক্ত উভয় রিট পিটিশন বিবেচনার জন্য একসাথে নেওয়া হচ্ছে।

১০. উভয় রিট আবেদনে আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ বরিষ্ঠ অ্যাডভোকেট শ্রী বসু, উপরোক্ত রিট আবেদনের পৃষ্ঠা ১৯, যা ২০২৩ সালের WPA ১৯০১৭, এর প্রতি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাখিল করেছেন যে বিবাদী নং ৪, তার দাবির সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে গ্র্যাচুইটি গ্রহণ করার পরে, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে গ্র্যাচুইটি নির্ধারণের জন্য আবেদন করার অধিকারী নন। উপরোক্ত রিট আবেদনের সাথে সংযুক্ত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের পূর্বোক্ত নথিটি উল্লেখ করে তিনি দাখিল করেছেন যে বিবাদী নং ৪, উক্ত নথিতে স্বাক্ষর করে উক্ত নথির বিষয়বস্তু স্বীকার করেছেন।

আরও বলা হচ্ছে যে, উক্ত আইনের ৭ নম্বর ধারায়, গ্র্যাচুইটির দাবির পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই গ্র্যাচুইটি গ্রহণকারী শ্রমিকের অনুকূলে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির আরও নির্ধারণের অনুমোদন নেই। তার উপরোক্ত যুক্তির সমর্থনে তিনি ২০১৩ (১) সিএইচএন ৫০৪-এ রিপোর্ট করা তুষার কান্তি রায় বনাম অষ্টম শিল্প ট্রাইব্যুনাল মামলায় এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

১১. উপরোক্ত থেকে স্বাধীনভাবে, শ্রী বসু বলেন যে, আপিল কর্তৃপক্ষ কেবল পারিতোষক প্রদানের ক্ষেত্রেই নয়, সুদ প্রদানের ক্ষেত্রেও তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে, যা মূল অর্থের চেয়ে বেশি। উক্ত আইনের ধারা ৮-এর দ্বিতীয় বিধানের উপর নির্ভর করে তিনি বলেন যে, উক্ত আইনের প্রকল্পটি, উক্ত আইনের অধীনে প্রদেয় পারিতোষকের পরিমাণের চেয়ে বেশি সুদ প্রদানের বিষয়টি স্বীকৃতি দেয় না।

১২. উক্ত আইনের ৭, ৭ (২), ৭ (৩) এবং ৭ (৩এ) ধারার বিধানগুলি উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, উপরোক্ত ধারাগুলি উক্ত আইনের ৮ ধারার সঙ্গে মিলিতভাবে পড়তে হবে। যদি উপরোক্ত ধারাগুলি একসঙ্গে পড়া হয়, তবে এটি একটি অনিবার্য সিদ্ধান্তে নিয়ে যাবে যে, উক্ত আইনের অধীনে আবেদনকারীকে কোনও সুদ প্রদেয় হতে পারে না, যা প্রদেয় পারিতোষকর পরিমাণ অতিক্রম করে।

১৩. আবেদনকারী এবং শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় মীমাংসার উপর নির্ভর করে, যা তিনি দাখিল করেছেন, স্বীকার করেছেন যে, আবেদনকারী কর্তৃক একটি লকআউট ঘোষণা করা হয়েছিল। যখন আবেদনকারীর মিল পুনরায় চালু হয়, তখন একটি মীমাংসার ভিত্তিতে, পক্ষগুলি এবং উভয়ের মধ্যে সম্মত হয় যে শ্রমিকরা কাজ স্থগিত রাখার সময়কালের জন্য আইনগত ছুটি, গ্র্যাচুইটি এবং/অথবা অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন না। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ উভয়ই এই দিকটি বিবেচনা করেনি, যদিও একইভাবে কর্মচারী সম্পর্কিত একটি স্বাধীন কার্যধারার ক্ষেত্রে, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত মীমাংসার বিষয়টি লক্ষ্য করে, লকআউটের পূর্বোক্ত সময়ের জন্য শ্রমিককে ত্রাণ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, যেমনটি মীমাংসায় উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪. উপরে বর্ণিত তথ্যে তিনি বলেছেন যে, আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, যা এই রিট আবেদনে চ্যালেঞ্জের বিষয়, তা বহাল রাখা যাবে না এবং তা বাতিল করে দেওয়া উচিত।

১৫. বিপরীতে, বিবাদী নং ৪-এর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী গুহ ঠাকুরতা দাখিল করেছেন যে, তার মক্কেলকে আবেদনকারী কখনই অবহিত করেননি যে, তাকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির প্রকৃত পরিমাণ কত। গ্র্যাচুইটি বিতরণের সময় তিনি তাকে উপলব্ধ কাগজপত্রগুলিতে বিন্দুযুক্ত রেখায় স্বাক্ষর করেছিলেন। কর্মীর জেরা উল্লেখ করে তিনি দাখিল করেছেন যে, বিবাদী নং ৪ ইংরেজি পড়তে বা বুঝতে অক্ষম এবং এই কারণেই রিট আবেদনের ১৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া নথির বিষয়বস্তু উপলব্ধি না করেই তিনি একই রায় কার্যকর করেছেন।

যাই হোক না কেন, উপরোক্ত দলিলটি বিবাদী নং ৪-এর গ্র্যাচুইটি নির্ধারণের দাবিতে বাধা সৃষ্টি করে না এবং তা করতে পারে না কারণ, গ্র্যাচুইটির আংশিক অর্থ প্রদান গ্রহণ বিবাদী নং ৪-এর আইনের ধারা ৭-এর অধীনে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্র্যাচুইটি নির্ধারণের জন্য প্রার্থনা করার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

১৬. উক্ত আইনের ১৪ ধারার বিধান উল্লেখ করে, তিনি দাখিল করেন যে উক্ত আইনের ১৪ ধারার একটি প্রধান প্রভাব রয়েছে। তার উপরোক্ত যুক্তির সমর্থনে, ২০০১ (২) এলএলজে ১৪৫৩-এ রিপোর্ট করা রাজামনি বনাম শ্রম ও আপিল কর্তৃপক্ষের ডেপুটি কমিশনার অফ গ্র্যাচুইটি আইনের অধীনে তিরুচিরাপল্লী ও অন্যান্যরা মামলায় মাদ্রাজ হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত একটি রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

১৭. আরও বলা হচ্ছে যে, গ্র্যাচুইটির একটি অংশ গ্রহণ, গ্র্যাচুইটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনও বাধা নয়। আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এটি নয় যে, বিবাদী নং ৪, প্রকৃত প্রদেয় পরিমাণ সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও, গ্র্যাচুইটির উচ্চতর পরিমাণ পরিত্যাগ করেছিলেন।

১৮. রিট পিটিশনের ৮৪ পৃষ্ঠা উল্লেখ করে তিনি দাখিল করেছেন যে, সংযুক্ত নিষ্পত্তিটি ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনের ধারা ২(প) অথবা ধারা ১২(৩)-এর অর্থের মধ্যে কোন নিষ্পত্তি নয় এবং তাই, বিবাদী নং ৪-এর উপর বাধ্যতামূলক নয়। যেহেতু, বিবাদী নং ৪-এর স্বাক্ষরকারী নন, তাই তার বিরুদ্ধে এটি প্রয়োগ করা যাবে না। যেকোনো পরিস্থিতিতে, এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, পূর্বোক্ত নথিটি উক্ত আইনের বিধানগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।

১৯. তিনি আরও দাবি করেন যে, বিবাদী নং ৪, অন্যথায় তার চাকরির পুরো সময়কাল অর্থাৎ ১৯৬৭ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে গ্র্যাচুইটি পাওয়ার যোগ্য। যদিও আপিল কর্তৃপক্ষ বিবাদী নং ৪ কে পুরো সময়ের জন্য ত্রাণ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, এই আদালত এই ধরনের ত্রাণ প্রদানের যোগ্য।

২০. তাঁর যুক্তির সমর্থনে তিনি নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেন: -

**১) ২০১৫ (৮) এস. সি. সি ১৫০ (মৎস্য বিভাগ, উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম চরণ সিং);**

**২) ২০১০ (৪) এলএলজে, ৩৩৭ (ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য); এবং**

**৩) ১৯৭৮ (১) এল. এল. জে ৩২২ (কে. সি. পি. কর্মচারী সমিতি, মাদ্রাজ বনাম কে. সি. পি. লিমিটেড, মাদ্রাজ ও অন্যান্যদের ব্যবস্থাপনা)**

২১. রাজ্য বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী ব্যানার্জি দাখিল করেন যে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে কোনও অনিয়ম নেই। তিনি যে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন তার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে আদেশ দেওয়ার সময় আপিল কর্তৃপক্ষ সকল দিক বিবেচনায় নিয়েছে। আবেদনকারীর উপর নির্ভর করে ৩০শে আগস্ট, ১৯৯৪ তারিখে করা নিষ্পত্তিটি উক্ত আইনের ১৪ ধারার আলোকে কার্যকর নয় এবং হতে পারে না।

উপরোক্ত বিষয়টি বিবেচনা করে, তিনি দাখিল করেন যে আবেদনকারীর দ্বারা হস্তক্ষেপের কোনও মামলা তৈরি করা হয়নি। এই আদালতের রিট আবেদনটি গ্রহণ করা উচিত নয়। বর্তমান রিট আবেদনটি মূল্য পরিশোধ সহ খারিজ করা উচিত।

২২. সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিদ্বান উকিলদের কথা শুনেছেন এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করেছেন।

২৩. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিলের জমা দেওয়া বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, আবেদনকারী প্রাথমিকভাবে বিবাদী নং ৪-এর দ্বারা করা দাবি নিয়ে ক্ষুব্ধ, কারণ ইতিমধ্যে প্রদত্ত পরিমাণের চেয়ে বেশি ইরেচুইটি, যা বিবাদী নং ৪ দ্বারা গৃহীত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসাবে স্বীকার করে, এবং ২৮ এপ্রিল, ২০২২ তারিখের আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা পারিতোষকর ফলস্বরূপ নির্ধারণ, যা পরে ২০২৩ সালের ৪ঠা জুলাই আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত আদেশের সাথে একীভূত হয়েছিল।

২৪. এটা সত্য যে, পারিতোষক গ্রহণের সময় উত্তরদাতা নং ৪ "কার সাথে এটি সম্পর্কিত হতে পারে" শিরোনামে শংসাপত্রটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন যা কোনও অনিশ্চিত শর্তে নিম্নরূপ রেকর্ড করে।

> *"আমি এতদ্বারা আরও ঘোষণা করছি যে, আমার অবসর গ্রহণের পর আমি সম্পূর্ণরূপে অস্থায়ী ভিত্তিতে আমাকে চাকরি দেওয়ার জন্য কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম এবং অবসর গ্রহণের তারিখে বকেয়া পারিতোষক প্রদান গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছি। অবশেষে ছাড়া মিল/কোম্পানি ছেড়ে যাওয়ার এর উপর আরও কোনও পরিমাণ বা সুদ*

*দাবি করছি। আমি আমার পারিতোষক বকেয়া সম্পর্কিত আমার দাবির সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পরিমাণটি পেয়েছি এবং আমার অর্থ প্রদানের জন্য কোনও উপায়ে বাধ্য নই যা সম্পূর্ণরূপে আমার সম্মতিতে এবং ভবিষ্যতে যথাযথ ফর্মের মাধ্যমে কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সামনে আরও দাবির জন্য উপস্থাপন করবে না। যদি তা করা হয় তবে এই নথিটি আমার দাবি বাতিল করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃত্ব এর সামনে উপস্থাপন করা হবে।"*

তবে, উপরোক্ত নথিটি একটি প্রফরমা হিসাবে প্রস্তুত করা হয়েছে বলে মনে হয়, যেখানে নাম, তারিখ, বিভাগ, পরিমাণ, পরিষেবার সময়কালের মতো ফাঁকা জায়গাগুলি পরে পূরণ করা হয়েছে।

২৫. আবেদনকারীর প্রাক্তন কর্মচারীদের দ্বারা গ্র্যাচুইটির পরিমাণ প্রাপ্তির স্বীকৃতির জন্য শূন্যস্থান পূরণ করা এবং এই জাতীয় নথি সম্পাদন করানো, স্বাভাবিকভাবে অনিয়মিত হতে পারে বা নাও হতে পারে। তবে, যে প্রশ্নটি বিবেচনার বিষয় তা হল, নিয়োগকর্তা কি উক্ত আইনের বিধান লঙ্ঘন করে গ্র্যাচুইটির পরিমাণ প্রাপ্তির স্বীকৃতি পেতে পারেন এবং এই জাতীয় স্বীকৃতিকে উক্ত আইনের বিধান অনুসারে উত্তরদাতা নং ৪-এর গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকার থেকে অব্যাহতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে কিনা। এটি সুস্পষ্ট যে গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকার একটি স্বীকৃত আইনি অধিকার, যা সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ছাড়া খর্ব করা যায় না। ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিগুলি উক্ত আইনের ধারা ৪(৬) এ উল্লেখ করা হয়েছে। নীচে উদ্ধৃত বিষয়গুলি এখানে উল্লেখ করা হল:

"ধারা ৪ (৬): -

(৬) উপ-ধারা (১)-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, -

(ক) এমন কোনও কর্মচারীর পারিতোষক, যার পরিষেবা কোনও কাজের জন্য বাতিল করা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত বাদ দেওয়া বা অবহেলা যার ফলে নিয়োগকর্তার সম্পত্তির কোনও ক্ষতি বা ক্ষতি বা ধ্বংস হয়, এইভাবে হওয়া ক্ষতি বা ক্ষতির পরিমাণ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হবে;

(খ) কোনও কর্মচারীকে প্রদেয় পারিতোষক [সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাজেয়াপ্ত হতে পারে]—

(i) এই ধরনের কর্মচারীর পরিষেবাগুলি তার দাঙ্গা বা বিশৃঙ্খল আচরণ বা তার পক্ষ থেকে অন্য কোনও সহিংসতার জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে, অথবা

(ii) এই ধরনের কর্মচারীর পরিষেবাগুলি এমন কোনও কাজের জন্য বাতিল করা হয়েছে যা নৈতিক অধঃপতন জড়িত অপরাধ গঠন করে, তবে শর্ত থাকে যে এই ধরনের অপরাধ তার কর্মসংস্থানের সময় তার দ্বারা সংঘটিত হয়। "

অতএব, সাধারণত, উক্ত আইনে চিহ্নিত ঘটনাগুলির অনুপস্থিতিতে, পারিতোষক পিছিয়ে রাখা বা স্বল্প বেতনের হতে পারে না।

২৬. আইনি পরিভাষায়, মওকুফের অর্থ হল একটি জ্ঞাত অধিকার বা সুবিধা, সুবিধা, দাবি বা বিশেষাধিকার ত্যাগ করা, যা এই ধরনের মওকুফ ছাড়া পক্ষটি উপভোগ করত। সুতরাং, যে পক্ষ এই ধরনের অধিকার মওকুফ করে, সেই অধিকার প্রয়োগ করার অধিকার স্বীকার করে, যা তিনি তাঁর আইন দ্বারা মওকুফ করেছিলেন। পি দাসা মুনি রেড্ডি বনাম পি. আপ্পা রাও, এ. আই. আর ১৯৭৪ এস. সি ২০৮৯ -এর ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট করা হয়েছে ১৩ অনুচ্ছেদে ২০৮৯, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, হিসাবে পালন করতে পেরে খুশি হয়েছিল এর অধীনেঃ-

"১৩. অধিকার পরিত্যাগ করা নিছক ছাড়, সম্মতি বা লাচের চেয়ে অনেক বেশি। বর্তমান মামলায় হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত হল যে আপিলকারী উত্তরদাতাকে উচ্ছেদ করার অধিকার মওকুফ করেছেন। মওকুফ হল একটি জ্ঞাত অধিকার বা সুবিধা, সুবিধা, দাবি বা বিশেষাধিকারের ইচ্ছাকৃত ত্যাগ যা এই ধরনের ছাড় ব্যতীত পক্ষটি উপভোগ করত। মওকুফ একটি অধিকারের স্বেচ্ছামূলক আত্মসমর্পণও হতে পারে। ছাড়ের মতবাদটি এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে যেখানে বাড়িওয়ালারা ভাড়াটিয়ার চুক্তির কিছু শর্ত লঙ্ঘনের কারণে ইজারা বা ভাড়াটিয়ার বাজেয়াপ্তির দাবি করেছেন। আইন আদালত যে মতবাদকে স্বীকৃতি দেবে তা হল বিচারিক নীতির একটি নিয়ম যে কোনও ব্যক্তিকে আদালতের সহায়তার মাধ্যমে সুবিধা অর্জনের জন্য অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থান নিতে দেওয়া হবে না। কখনও কখনও মওকুফ করা নির্বাচনের প্রকৃতির অংশ। মওকুফ প্রকৃতিতে সম্মতিসূচক। এটি মনের একটি বৈঠককে বোঝায়। এটি পারস্পরিক অভিপ্রায়ের বিষয়। মতবাদটি বিশৃঙ্খলার প্রতিনিধিত্বের উপর নির্ভর করে না। যাই হোক না কেন আসলে দুটি পক্ষের প্রয়োজন হয়, একটি পক্ষ ছাড় দেয় এবং অন্য পক্ষ ছাড়ের সুবিধা পায়। এক পক্ষের দ্বারা এইভাবে ছাড় দেওয়া যেতে পারে এবং অন্য পক্ষ তাই বুঝতে পারে। ছাড়ের অপরিহার্য উপাদানটি হ'ল অবশ্যই একটি স্বেচ্ছাচারী এবং

ইচ্ছাকৃত অধিকার ত্যাগ করতে হবে। স্বেচ্ছামূলক পছন্দটি ছাড়ের সারমর্ম। ত্যাগ এবং প্রশ্নযুক্ত অধিকার প্রয়োগের মধ্যে বেছে নেওয়ার একটি সুযোগ থাকা উচিত। এটি ধরে নেওয়া যায় না যে যেখানে যেখানে মূল্যবান অধিকারগুলি মওকুফ করা হয়েছে।পরিস্থিতি দেখায় যে যা করা হয়েছিল তা ছিল অনিচ্ছাকৃত। অস্তিত্বহীন অধিকারের কোনও ছাড় হতে পারে না। একইভাবে, মওকুফের সময় যা নিজের অধিকার নয় তা কেউ মওকুফ করতে পারে না। কিছু ভুল বা ভুল বোঝাবুঝি যা অন্তর্নিহিত অনুমান গঠন করে যা ছাড়া পক্ষগুলি চুক্তি করত না তা আদালতকে যুক্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে যে কোনও সম্মতি ছিল না। ”

২৭. ছাড়ের উপরের সংজ্ঞাটি বিবেচনা করে, পক্ষগুলির দ্বারা করা মামলাটি ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের শংসাপত্র থেকে দেখা যায় না যে, উত্তরদাতা নং ৪ তাঁর পারিতোষকের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং ছাড়ের সারাংশে একটি পছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। উপরোক্ত নথিটি ছাড় গঠনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না। সুতরাং, এই ধরনের নথির কার্যকরকরণ, আবেদনকারীর কাছ থেকে পারিতোষকের পরিমাণের ভারসাম্য দাবি করতে বা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পারিতোষক নির্ধারণের জন্য উত্তরদাতা নং ৪-এর পথে দাঁড়াতে পারে না।

২৮. আবেদনকারীর উপর নির্ভর করে তুষার কান্তি রায় (উপরে) যে রায় দিয়েছিলেন তা ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনের প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে একটি মামলার ফলাফল থেকে উদ্ভূত একটি রায়ের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত ছিল। আবেদনকারী একজন শ্রমিক ছিলেন, যাকে তদন্তের পর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। যদিও ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছিল যে, মামলার তথ্যে দোষ প্রমাণিত হয়নি, তবে পূর্ণ বকেয়া মজুরি প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আবেদনকারীকে বরখাস্তের তারিখ থেকে বকেয়া মজুরি/বেতনের ৫০ শতাংশ মঞ্জুর করে। রায় প্রকাশের পর, তিনটি চেকের মাধ্যমে উপরোক্ত পরিমাণ শ্রমিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যিনি তার দাবির সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে তা গ্রহণ করার পর রায়কে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। এটি বাস্তবিক পটভূমিতে যা পূর্বোক্ত আদালতের সমন্বয় বেঞ্চ নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"সুতরাং, এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদনটি গ্রহণ করা অন্যায্য হবে, যার সুবিধা আবেদনকারী ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্তভাবে পাওনা পরিশোধের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন।"

উপরোক্ত রায় আবেদনকারীকে সহায়তা করে না।

২৯. আবেদনকারীর পরবর্তী দাবি দ্বিপক্ষীয় নিষ্পত্তির সাথে সম্পর্কিত। বিবাদী নং ৪-এর বিজ্ঞ আইনজীবীরা যুক্তি উপস্থাপনের সময় জোরালোভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২(পি) এর অর্থের মধ্যে নিষ্পত্তি না হওয়া সত্ত্বেও, বিবাদী নং ৪-এর বিরুদ্ধে এই নিষ্পত্তি কার্যকর করা সম্ভব নয়। আমি মনে করি, এই ধরনের দাখিলের ক্ষেত্রে, শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২(পি) এর অর্থের মধ্যে নিষ্পত্তি ছিল এমন কোনও নথি বা বিবৃতির অনুপস্থিতিতে, বিবাদী নং ৪-কে গ্র্যাচুইটি প্রদানের ক্ষেত্রে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োগ করা যাবে না।

৩০. পরিশেষে, শ্রী বসু সন্তুষ্ট করেছেন যে, আইনের ধারা ৮-এর দ্বিতীয় শর্তের উপর নির্ভর করে, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ আইনের অধীনে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির মূল পরিমাণের বেশি সুদ প্রদান করতে অক্ষম ছিল।

উপরোক্ত যুক্তি উপলব্ধি করার জন্য, এটি অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে উক্ত আইনটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড। যদিও উক্ত আইনের ৪ ধারায় গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারের বিধান রয়েছে, ধারা ৭ এবং এর বিভিন্ন উপধারা কেবল গ্র্যাচুইটি প্রদানের বাধ্যবাধকতা, অর্থ প্রদানের সময়কাল নির্ধারণের ব্যবস্থা করে না, বরং প্রদেয় গ্র্যাচুইটির পরিমাণ এবং তার বিরুদ্ধে আপিলের ব্যবস্থাও করে। উক্ত আইনের ৮ ধারায়, উক্ত আইনের ৭ ধারার অধীনে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিধান করা হয়েছে। উক্ত আইনের অধীনে গ্র্যাচুইটির নির্ধারণ কার্যকর করার সময় আইনসভা বকেয়া সার্টিফিকেটের উপর কালেক্টর কর্তৃক আদায়যোগ্য চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। উপরোক্ত ধারার সাথে সম্পর্কিত, এই ধারার দ্বিতীয় বিধানে মিঃ বসুর নির্দেশিত একটি শর্ত প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আইনের ৮ ধারার প্রাসঙ্গিক ধারাটি নীচে উদ্ধৃত করা হল:

"৮. যদি এই আইনের অধীনে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রাপ্য ব্যক্তিকে পরিশোধ না করা হয়, তাহলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সংগ্রাহককে উক্ত পরিমাণের জন্য একটি সার্টিফিকেট প্রদান করবেন, যিনি নির্ধারিত সময়সীমার মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থেকে চক্রবৃদ্ধি সুদসহ (কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট হারে) ভূমি রাজস্বের বকেয়া আদায় করবেন এবং উক্ত পরিমাণ অর্থ প্রাপ্য ব্যক্তিকে প্রদান করবেন:

২[প্রদত্ত যে, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, এই ধারার অধীনে একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করার আগে, নিয়োগকর্তাকে এই ধরনের সার্টিফিকেট ইস্যু করার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে প্রদেয় সুদের পরিমাণ, কোনও অবস্থাতেই এই আইনের অধীনে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির পরিমাণের বেশি হবে না।]"

৩১. ঘটনাক্রমে উক্ত আইনের ধারা ৭-এ এই ধরণের কোনও শর্ত পাওয়া যায় না। উপরে উল্লিখিত আলোচনার আলোকে, আমি ভীত এবং শ্রী বসুর উত্থাপিত যুক্তি গ্রহণ করতে অক্ষম। রিট আবেদনটি ব্যর্থ হয়, তাই তা খারিজ করা হল।

৩২. বিদায় নেওয়ার আগে আমার মনে রাখা উচিত যে শ্রী গুহ ঠাকুরতা যুক্তি দিয়েছেন যে বিবাদী নং ৪ ১৯৬৭ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে যতটুকু চাকরি করেছেন, তিনি পুরো সময়ের জন্য গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারী। ঘটনাক্রমে, এই ধরণের দাবি করা ছাড়াও, বিবাদী নং ৪ আপিল কর্তৃপক্ষের দেওয়া সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও প্রচেষ্টা করেনি। কোনও চ্যালেঞ্জের অভাবে, আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে, অন্তত বিবাদী নং ৪-এর ক্ষেত্রে। মৎস্য বিভাগের (উপরে) ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়টি শ্রমিকের চাকরির অবসান সম্পর্কিত একটি শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত। উপরোক্ত রায়টি যে তথ্যগুলিতে দেওয়া হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে স্পষ্ট। ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার মামলাটি (উপরে) একটি রায়ের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের সাথেও সম্পর্কিত। বিবাদী নং ৪ দ্বারা উদ্ধৃত কোনও রায়ই তার সহায়তায় আসে না। এটি সুস্পষ্ট যে একটি রায় তার সিদ্ধান্তের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ।

তথ্যের সামান্য তারতম্য চূড়ান্ত ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে। বিবাদী নং ৪, আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ না করে, তাই গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা আবদ্ধ। ১৯৬৭ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য মিঃ গুহ ঠাকুরতার অনুরোধ অনুসারে, আবেদনটিও ব্যর্থ হয়।

৩৩. খরচ সম্পর্কে কোনও অর্ডার থাকবে না।

৩৪. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে প্রদান করা হবে।

**( রাজা বসু চৌধুরী, বিচারপতি)**

**এস বি.**

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Diganta Mondal**